দৈনিক সংবাদ

২০/৭/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ...

নীলফামারী জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুধুমাত্র বরাদ্দ অর্থের অভাবে নীলফামারী জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। মাঝপথে থমকে গেছে সার্বিক আন্দোলন (টিএলএম)_ 'চেতনা' নীলফামারীর কার্যক্রম। দেড় বছরেরও বেশি সময় আগে কর্মসূচি চালুর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলেও লাখ টাকার মঞ্জুরি না মেলায় কর্মসূচির উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অর্জিত হচ্ছে না।

নীলফামারী জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮৮টি কেন্দ্রে, টিএলএম, 'চেতনা' নীলফামারীর পাইলট প্রজেক্টের কাজ শেষ করা হয়। জেলায় মোট ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯শ ৬১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল কার্যক্রম শুরুর কথা ছিল ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে। এ বছর জুলাই মাসে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি পরিদর্শন টিম কর্মসূচির কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে জেলার মূল কর্মসূচি চালুর জন্য প্রস্তুত বলে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন চেতনা জেলার মূল কার্যক্রম শুরুর জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, বেজ লাইন সার্ভে, নিরক্ষর যাচাই, পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ, কেন্দ্র ও ব্লক নির্বাচন বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং সুপারভাইজার ও শিক্ষক নির্বাচনের কাজ শেষ করা হয়।

এদিকে নীলফামারী সদর উপজেলার ৮৫ হাজার ৫শ ৩৩ জন নিরক্ষরের জন্য ২ হাজার ৮শ ৫১টি কেন্দ্র, ডোমার উপজেলার ৪৬ হাজার ৯শ ৬৯ জন নিরক্ষরের জন্য ১ হাজার ৫শ ৫৫টি কেন্দ্র, ডিমলা উপজেলার ৫৯ হাজার ৩শ ৮৩ জন নিরক্ষরের জন্য ১ হাজার ৭৬টি কেন্দ্র, নীলফামারী পৌর এলাকার ৬ হাজার ৭৯ জন নিরক্ষরের জন্য ২শ ২টি কেন্দ্র, সৈয়দপুর পৌর এলাকার ৮ হাজার ৭শ ৩২ জন নিরক্ষরের জন্য ৩শ ৩৪টি কেন্দ্র এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার ১০ হাজার নিরক্ষরের জন্য ৩শ ৩৩টি কেন্দ্রসহ মোট ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯শ ৬১ জন নিরক্ষরের জন্য মোট ৮ হাজার ৬শ ৩২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসবের মধ্যে ১ লাখ ২২ হাজার ৩শ ১২ জন পুরুষের জন্য ৪ হাজার ৭৬টি পুরুষ কেন্দ্র এবং ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬শ ৪৯ জন মহিলার জন্য ৪ হাজার ৫শ ৫৬টি মহিলা কেন্দ্র রয়েছে। এদিকে এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন করে মোট ৮ হাজার ৬শ ৩২ জন শিক্ষক এবং প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য ১ জন করে মোট ৫শ ৭৫ জন সুপারভাইজারও নির্বাচিত করা হয়েছে।

এছাড়া উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা দিয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম শেষ হয়। এদিকে গত দেড় বছরের বেশি সময়েও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ৮ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ না দেয়ায় মূল কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। বারবার তাগাদা দেয়ার পরও অর্থের বরাদ্দ মিলছে না। ফলে এ কর্মসূচির উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য ভেস্তে যেতে বসেছে।